দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

40

শিক্ষাঙ্গন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে

বিগত ১৭-৭-৯৪ তারিখে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষা '৯৩ অংশগ্রহণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা বিভাগের ২০১ কোর্সের ১ নং প্রশ্নটি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত। আমাদের পাঠ্যক্রমে আছে আধুনিক যুগের ইতিহাস (ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত)। কিন্তু প্রশ্নটি করা হয়েছে "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলা গদ্য চর্চার যে নমুনা পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।"

তাছাড়াও অন্য যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত কোন বছর করা হয়নি। উলেখ্য, যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং প্রশ্নের ধারা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—এম. এস শাহ্ নেওয়াজ সরকার,
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ,
রাজশাহী-৬০০০।

পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করুন

দীর্ঘ প্রত্যাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অতি অল্প সময়ে ডিগ্রী (পাস) কোর্সের সেশন জট কমিয়ে এনে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার প্রথম ফলাফল প্রকাশ করে জনমনে শুভ আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখন পর্যন্তও অনার্স কোর্সগুলোতে সেশনজট পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন যারা ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী তাদের ভর্তি গত ১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়েছে। সে মোতাবেক আগামী ডিসেম্বর মাসেই ১৯৯৪ প্রথম বর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া উচিত। ভর্তির তারিখ পরবর্তীতে বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাত্র কয়েক দিন আগে ভর্তি সম্পন্ন করা হলেও, যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদেরকে যদি পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করা হয় তবে তারা লেখা-পড়ায় মনোযোগী হবে। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন, সেশন মোতাবেক পরীক্ষা সম্পন্ন করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে অতি সত্বর '৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর প্রথম পার্ট পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করুন।

—মোঃ নজরুল ইসলাম,
সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য কেন?

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার ছাত্রী বেতন মওকুফ ও ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধানত নিয়াছেন সিদ্ধান্তটি ভাল। এতে করে ছাত্রীদের পড়া-লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। কিন্তু অপর দিকে ছাত্র সমাজ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে ছাত্রদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কি দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা হওয়ায় এই বৈষম্য। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক। তাই এদেশের জনগণ আশা করে, সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সমান চোখে দেখবেন এবং ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন, যার ফলে সরকারের ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল বাস্তবায়ন হবে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আকবর হোসেন,
মাইজদী, নোয়াখালী।